দৈনিক জনকণ্ঠ

87

তারিখ JUL 3 1998
পৃঃ ৬ কলাম 7

বুয়েটের ভবিষ্যত

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বা বুয়েটের স্থান অগ্রগণ্য। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হওয়া গোটা দেশের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন। অভিভাবকরাও তাঁদের সন্তানদের বুয়েটে ভর্তি করার ব্যাপারে সমান আগ্রহী। এককালে বুয়েট ছিল শান্ত, সন্ত্রাস-সহিংসতা ও উচ্ছৃঙ্খলতামুক্ত একটি অনন্য বিদ্যাপীঠ। কিন্তু আজ বুয়েটের সেই গৌরব ম্লান। ছাত্র-উচ্ছৃঙ্খলতা, সন্ত্রাস-মস্তানি, ছাত্র-শিক্ষক বিরোধ, শিক্ষকদের প্রতি একশ্রেণীর ছাত্রের অশ্রদ্ধা, অসৌজন্য, ক্ষোভ এবং উপর্যুপরি শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে বুয়েট ক্যাম্পাস আজ কলুষিত।

দু'মাসের অধিককাল বন্ধ রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। জনকণ্ঠের (২৯ জুন) রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুয়েটের হলগুলো খুলে দেয়া হবে আগামীকাল ৪ জুলাই এবং কর্তৃপক্ষ যেকোন দিন বুয়েট খুলে দিতে পারে। অপর একটি পত্রিকার রিপোর্টে বলা হয়েছে, বুয়েট খুলছে ৪ জুলাই। কিন্তু খুললেও কতদিন খোলা থাকবে, আবার বন্ধ ঘোষণা করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হবে কিনা, তা কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারেনা।

বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করার পিছনের কারণটি সংবাদপত্রের পাঠকদের মোটামুটি জানা থাকলেও সংক্ষেপে তা পুনরায় বিবৃত করার প্রয়োজন রয়েছে। ক্লাস-টেস্টে বান্ধবী বা জনৈক ছাত্রীর হয়ে প্রক্সি দিতে গিয়ে ধরা পড়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয় এক ছাত্র। বুয়েট কর্তৃপক্ষ বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার না-করায় একদল উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল রাতে ক্যাম্পাসে ব্যাপক ভাংচুরের মাধ্যমে রীতিমতো বিভীষিকা সৃষ্টি করে। বুয়েটের বিভিন্ন বিভাগীয় স্থাপনায় হামলা ও ধ্বংসকার্য, শিক্ষকদের বাসভবনে হামলা, শিক্ষক ও শিক্ষক পরিবারের হেনস্থা, গাড়ি ভাঙ্গতে গিয়ে জনৈক শিক্ষক-পত্নীকে আহত করাসহ অনেক অচিন্ত্যনীয় কাজই তারা করেছে। এর ফলে, বুয়েটের ক্ষতি হয় লাখ লাখ টাকা। উক্ত অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টি বন্ধ ঘোষণা করা ছাড়া কোন বিকল্প দেখেনি কর্তৃপক্ষ। নিরপেক্ষ বিচারে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন ও বুয়েটের সুপ্রতিষ্ঠিত নিয়মরীতি ভঙ্গের দায়ে সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির বহিষ্কারাদেশ সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। এখানে বলা দরকার যে, দেশের সমগ্র শিক্ষাঙ্গনে চলমান অবক্ষয়ের স্রোতের মধ্যে বুয়েট তার স্বাতন্ত্র্য ও সুনাম এতদিন প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখে আসছিল এজন্য যে, প্রতিষ্ঠানটি অনিয়ম-উচ্ছৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেয়নি অপর দশটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো। এইক্ষেত্রে বুয়েট কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক রাখার উদ্দেশ্যে এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রটির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ মাত্র একবছরে হ্রাস করেছিল। কিন্তু এতেও উক্ত ছাত্রটির সমর্থকদের ক্রোধের উপশম হয়নি। বহিষ্কারাদেশ পুরোপুরি প্রত্যাহারের দাবিতে কিছুসংখ্যক ছাত্র নৈশ-প্রলয়টি ঘটিয়ে ফেলে।

বহিষ্কৃত ছাত্রটির বহিষ্কারাদেশের মেয়াদ হ্রাস করার পরে সঙ্গতভাবেই বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তা যে হয়নি, তার আরও একাধিক কারণ থাকতে পারে। একটা কারণতো বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খেলা দেখার জন্য পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে বুয়েট কর্তপক্ষকে বাধ্য করা। জানা যায়, বুয়েটে কিছু ছাত্র রয়েছে, যারা যেকোন অজুহাতে পরীক্ষা পিছাতে আগ্রহী এবং ইতোপূর্বেও বারকয়েক কর্তপক্ষকে বাধ্য করা হয়েছে পরীক্ষা পিছিয়ে দিতে। এই প্রবণতাকে অশুভ না-বলে উপায় কি?

দীর্ঘদিন যাবত বুয়েট বন্ধ থাকায় গত ২৫-২৬ এপ্রিলের ন্যক্কারজনক ঘটনাবলীর সাথে জড়িত নয় এমন সব সাধারণ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকবৃন্দ ও দেশবাসীর মধ্যে বুয়েটের ভবিষ্যত সম্পর্কে যে, উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল, বুয়েট অচিরে খোলার খবরে তার অবসান হতে চলেছে। গত ২৯ জুনের খবরে প্রকাশ, ২৫/২৬ জুনের ঘটনা তদন্তের জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বুয়েটের 'বোর্ড অব রেসিডেন্স এ্যান্ড ডিসিপ্লিন কমিটি' মোট ৫৮ ছাত্রকে শাস্তিদান করেছে। এর মধ্যে এক ছাত্র বহিষ্কৃত হয়েছে চিরতরে। ৫ ছাত্রকে চার টার্মের জন্য স্থগিত বহিষ্কারাদেশসহ জরিমানা, ২১ জনকে দুই টার্মের জন্য স্থগিত বহিষ্কারাদেশসহ জরিমানা, বাকি ৩১ জনের কয়েকজনকে জরিমানাসহ সতর্কীকরণ এবং কয়েকজনকে শুধু সতর্কীকরণ করা হয়েছে। ৭ ছাত্রের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রয়েছে, যেহেতু তাদের সাথে কর্তৃপক্ষ কোনভাবেই যোগাযোগ করতে পারেনি।

'বোর্ড অব রেসিডেন্স এ্যান্ড ডিসিপ্লিন'-এর এই সিদ্ধান্ত কঠোর, ন, নমনীয় হয়েছে, সেই বিতর্কে আমরা যেতে চাইনা। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তি-শৃঙ্খলা শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে হলে কর্তৃপক্ষের যে-দৃঢ় মনোভাব প্রদর্শন অপরিহার্য, তা বোর্ডের উপরোক্ত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে। আমরা আশা করতে চাই, আন্দোলনরত ছাত্র সংগঠনগুলোর নেতৃত্বও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে সিদ্ধান্তটিকে সেভাবেই দেখতে ও বিচার করতে সক্ষম হবে। মনে রাখতে হবে, বুয়েটের ভবিষ্যত এখন তাদের সক্ষমতার ওপরই অনেকাংশে নির্ভর করছে।